যুগান্তর

তারিখ ... 06 OCT 2016
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 2 .....

এই নির্মমতার শেষ কোথায়?

অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী খাদিজা বেগম নার্গিসকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বদরুল আলম যেভাবে প্রকাশ্যে কুপিয়ে আহত করেছে, তাতে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। কোনো মানুষ এমন নৃশংস আচরণ করতে পারে তা ভাবাও যায় না। এমন নৃশংস আচরণের পরও বদরুল অনুতপ্ত নয়! তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের রহস্যও উদ্ঘাটিত হওয়া দরকার। ছাত্রলীগ নেতা হওয়াই কি এর কারণ? বদরুল গণমাধ্যমকে জানিয়েছে, প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না পেয়ে সে এমন আচরণ করেছে। পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফেরার পথে এমসি কলেজের পুকুর পাড়ে বদরুল খাদিজাকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করলেও আশপাশের কেউ তাকে উদ্ধারে এগিয়ে আসার সাহস পায়নি। বদরুল আলমের চাপাতির কোপে গুরুতর আহত নার্গিস বর্তমানে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন। রাজধানীর একটি হাসপাতালে কয়েক ঘণ্টার জটিল অস্ত্রোপচার শেষে তাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। নার্গিসের জখম এতটাই গুরুতর যে অস্ত্রোপচার দলের প্রধান জানিয়েছেন, ৭২ ঘণ্টার আগে তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়।

বদরুল এক সময় নার্গিসদের বাড়িতে লজিং থাকত। নার্গিসের মায়ের ভাষ্য, বদরুলকে তিনি নিজের সন্তানের মতোই দেখতেন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, এত স্নেহ পাওয়ার পরও নার্গিসদের বাড়িতে লজিং থাকার সময়ই তাকে উত্ত্যক্ত করা শুরু করে বদরুল। নার্গিসের প্রতিবেশী ও স্বজনদের ভাষ্য, কয়েক বছর আগে নার্গিসকে উত্ত্যক্ত করার কারণে বদরুল গণপিটুনিরও শিকার হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশে একের পর এক নৃশংস ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনা দেশবাসীকে হতবাক ও চিন্তিত করে তুলেছে। প্রতিটি ঘটনার পরপর আমরা বলি, এমন নৃশংস ঘটনার খবর যেন আর শুনতে না হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হোক। কিন্তু বাস্তবতা হল একের পর এক নৃশংস ঘটনা ঘটেই চলেছে। অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে বহুমুখী পদক্ষেপ নেয়া হলে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না এমনটাই আশা করা যায়। অভিভাবক ও শিক্ষক সমাজ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। কঠোর আইন প্রয়োগের পাশাপাশি নৃশংসতার বিরুদ্ধে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। খাদিজা বেগম নার্গিসকে নির্মমভাবে জখম করার অপরাধে বদরুলের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে।